নিউইয়র্ক সিটির মসজিদগুলো নিয়ে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে যে কোন স্থানে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদ উদযাপন করার সিদ্ধান্ত

রোববার অপরাহ্নে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে এক মধ্যাহ্নভোজ সভার আয়োজন করা হয়। নিউইয়র্ক সিটির সব মসজিদে এর আগে চিঠি ও টেলিফোনের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছানো হয়। এতে অনেক মসজিদ অংশগ্রহণ করে। মধ্যাহ্নভোজের পর সভার কাজ শুরু হয়। শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের ইমাম ক্বারী রুহুল্লা। এরপর উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্টারের প্রেসিডেন্ট খাজা মিজান। তিনি তার বক্তব্যে সবাইকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, একইদিন রমজান শুরু করা ও ঈদ উদযাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সেন্টারের ডিরেক্টর শামসী আলী, মসজিদ নূরুল ইলামের ইমাম গওহর আহমদ, জেকসন হাইটস মসজিদের ইমাম মাও. ফায়েক উদ্দিন, ইকনা প্রেসিডেন্ট ড. খুরশিদ খান ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের হাফিজি মাদরাসার অধ্যক্ষ শায়খ মুজাহিদুল ইসলাম। মাও. ফায়েক উদ্দিন বলেন যে, চাঁদ আমাদের এক ফাঁদে ফেলেছে। তিনি বলেন, এই সমস্যা শুধু সাউথ এশিয়ান লোকদের মধ্যে। আরবদের মধ্যে এই সমস্যা নেই। তিনি বলেন, দেশ এবং সীমানা মানুষের আবিষ্কার। ১৯৭১ সালের আগে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একে অপরের চাঁদ দেখা গ্রহণ করত। এখন দুদেশ ভাগ হওয়ার পর আর তা হয় না। কুরাইব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে তিনি বলেন, সিরিয়ার চাঁদ দেখা গ্রহণ না করা ছিল ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ইজতিহাদ যা অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, তিনজন ইমামের মতে (আবু হানিফা আহমদ বিন হাম্বল এবং মালিক) যে কোন স্থানের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য। দলিল হিসাবে তিনি বেহেশতী জেওর (পৃষ্ঠা নং ৯৫৬) এবং কিতাবুল ফিকহ আলা মাজাহিবুল আরবাআর নাম উল্লেখ করেন। এই মাসলার সাথে ওলামায়ে দেওবন্দ একমত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, লকেল বলতে কতটুকু এলাকা তার কোন সীমানা নেই। তিনি বলেন হাওয়াই অথবা বারবেডস এর চাঁদ কোন মতেই লকেল হতে পারে না। যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মাওঃ মাহমুদুল হাসান ইফতিলাক আল মাতলা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন বলে তিনি বলেন। ইখতিলাফ থাকার পরও সাহাবারা ২ দিনে ঈদ করেন নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন। গতবার ৩ দিনে ঈদ করাতে ইমামদের সুবিধা হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইমাম গওহর বলেন, যারা বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে আমরা ঈদ করতে পারি না তারা কিভাবে কেলিফোর্নিয়ার সাথে ঈদ করেন। কেননা কেনিফোনিয়ায় যখন জোহরের নামাজ পড়া হয় তখন নিউইয়র্কেতো আসরের ওয়াক্ত। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদ করা জরুরি তা হোক নিউইয়র্ক সিটি ভিত্তিক অথবা আন্তর্জাতিক ভিত্তিক।

ইমাম শামসী ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ইমম বেগ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সিদ্ধান্ত তার বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে অবহিত করেন।

এরপর হাফিজ মুজাহিদুল ইসলাম উপস্থিত সকল আলমকে জিজ্ঞেস করেন যে কোন স্থানে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোজা ও ঈদ করা শরীয়ত বহির্ভূত কিনা তা বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশ্ন করেন। তা শরীয়ত বহির্ভূত নয় বলে সবাই জবাব দেন। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সিদ্ধান্তের সাথে সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করেন। শুধু ইকনা প্রেসিডেন্ট বলেন, যে তিনি তার সংগঠনের সাথে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না। তবে এই সিদ্ধান্ত যে শরীয়ত বহির্ভূত নয় তা তিনি স্বীকার করেন।

সভায় যেসব মসজিদ উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মদিনা মসজিদ, বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, মসজিদ আজান ও মসজিদ কুরকান ও বায়তুল মামুর (ওজনপার্ক), মসজিদ নূরুল ইসলাম, দারুস সালাম মসজিদ, ইকনা, জ্যাকসন হাইটস

ইসলামিক সেন্টার আইড জামে মসজিদ, আর রাহমান জামে মসজিদ, মসজিদ বির, শাহজালাল মসজিদ, গাওসিয়া মসজিদ, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, মসজিদ ইসলাম, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, মসজিদ আল হিকমাহ ও কানেকটিকাটের ইসলামিক সেন্টার অব স্টেনফর্ড। আলেমদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওঃ আবু জাফর বেগ, ইমাম শামসী আলী, হাফিজ মুজাহিদুল ইসলাম, মাওঃ রাহমতুল্লাহ, হাফিজ জাকির আলী (ইকনা), ক্বারী রুহুল্লাহ (বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার), মাওঃ আব্দুল মুকিত, মাওঃ সাইদুর রহমান খান, হাফিজ রফিক (ফ্রেস মেডো মসজিদ), মাওঃ ফায়েক উদ্দিন, শায়খ আব্দুল্লাহ কামাল (বায়তুল মোকাররম), মাওঃ দেলওয়ার হুসেন (মসজিদ বায়তুল মামুর), ইমাম আবু সাঈদ (মসজিদ আমান), মাওঃ জালাল সিদ্দীকি, মাওঃ মাইনুল হুদা, মাওঃ মনজুর আহমদ, মাওঃ মাসুদ ইকবাল, শায়খ আতিফ, শায়খ আব্দুল তাওয়াব, শায়খ গওহর আহম্মদ।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া পরিচালনা করেন ইকনার ইমাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ জুন্নুন চৌধুরী। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র মসজিদের ইমাম, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীদের দাওয়াত দেয়া হয়।